মৌর্য সম্রাট অশোকের ত্রয়োদশ শিলানুশাসন অনুসারে, অভিষেকের আট বছর পরে কলিঙ্গ অভিযানকালে দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয় এবং এক লক্ষ লোক নিহত হয়। এই যুদ্ধের পূর্বে অশোক ছিলেন সার্থকভাবেই মৌর্য সাম্রাজ্যবাদের উত্তরসূরি কিন্তু চতুর্থ শিলানুশাসন অনুসারে, এরপর তিনি পাকাপাকিভাবে যুদ্ধকে বর্জন করলেন ('ত অজ *দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো ধংমচরনেন ভেরীঘোসো অহো ধম্মঘোসো*")।

অশোক তাঁর নীতিতে *বৌদ্ধধর্মসূত্ত* উল্লিখিত *অরিয়বংসা'* নীতিকে স্থান দিয়েছিলেন, যাতে একজন ভিক্ষু-র জীবনধারণ পদ্ধতি চারপ্রকার — (ক) সর্বদা অতি সাধারণ পোষাক ব্যবহার, (খ) সঠিক উপায়ে সংগৃহীত সাধারণ খাদ্যগ্রহণ, (গ) সাধারণ গৃহে বসবাস এবং (ঘ) ধ্যানের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিলাভ। বস্তুতপক্ষে তিনি সেইসকল উপাদানগুলি গ্রহণ করেছিলেন, যেগুলি সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে চলার নির্দেশ প্রদান করবে। ড. ভাণ্ডারকরের মন্তব্য — *"His (Asoka) mind was ravished not by the ritualistic or metaphysical elements of Buddhism, but rather by the fundamentals of that religion"*। অশোক তাঁর দ্বিতীয় ও সপ্তম অনুশাসনে সেইসকল গুণবাচক উপাদানগুলির উল্লেখ করেছেন, যেগুলির সংমিশ্রণে তাঁর ধর্ম গঠিত ছিল। এগুলি হল, (i) *সাধবে'* বা অধিক হিতসাধন, (ii) *'অপ-আসিনবে'* বা নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত না করা, (iii) *দয়া*, (iv) *দানে'* বা বদান্যতা, (v) *সাচে'* বা সত্যতা, (vi) *সচয়ে'* বা পবিত্রতা, (vii) *মাদবে'* বা নম্রতা। এইসকল নৈতিক কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি কর্তব্যের কথা বলেছেন — (i) *অনারংভো প্রাণানং'* বা পশুহত্যা না করা, (ii) *অবিহিসা ভূতানং'* বা প্রাণীকে আহত না করা, (iii) *মাতরি-পিতরি সুস্রুসা'* বা মাতা-পিতার সেবা করা, (iv) *থৈর সুস্রুসা'* বা গুরুজনদের সেবা, (v) *গুরুনং অপচিতি'* বা গুরুকে শ্রদ্ধা, (vi) সকলের প্রতি বদান্যতা ও সমান ব্যবহার, (vii) পরিচারক ও দাসদের প্রতি শোভন আচরণ, (viii) স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সঞ্চয়।

ষষ্ঠ শিলানুশাসনে তিনি আশা প্রকাশ করছিলেন, তাঁর ধর্মের অনুশাসনগুলি যথাযথ পালনের মাধ্যমে প্রজাবৃন্দ ধর্মাচরণে উন্নতি লাভ করবে। তাঁর প্রথম উদ্ঘোষণা ছিল *রূপনাথ* ও সমগোত্রীয় অনুশাসনগুলি। *মাস্কিলেখ* ছিল অশোকোল্লেখিত ধর্মের প্রথম প্রকাশস্থল। একাদশ, চতুর্দশ শিলানুশাসন এবং সপ্তম স্তম্ভানুশাসনে অশোক কর্তৃক একইভাবে নির্দেশ প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র তৃতীয় গৌণ শিলানুশাসনে তিনি *ধম্ম* বলতে বুদ্ধের মতবাদকে বুঝিয়েছেন। অন্যত্র তিনি *ধম্ম* বলতে নৈতিকতার নিয়মাবলীকে বুঝিয়েছেন। অশোক তাঁর অনুশাসনগুলির মধ্যে মাত্র দুটিতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচলিত আচার ব্যবহারের বিরোধিতা করেছিলেন। নবম শিলানুশাসনে তিনি বিভিন্ন মামুলী ও উপযোগিতাহীন ধর্মীয় আচার ও যাগযজ্ঞের সমালোচনা করেছেন। এগুলির পরিবর্তে তিনি ধর্মানুশীলন বা নৈতিকতার অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন (*মঙ্গলসূত্ত'* বা *মহামঙ্গলসূত্ত'*)। প্রথম শিলানুশাসনের দ্বিতীয়াংশে তিনি সরাসরি যজ্ঞাদির জন্য বহুল পরিমাণে পশুহত্যার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করার পাশাপাশি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন, তিনি নিজে এই নৈতিক কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না, কেননা তাঁর রন্ধনশালায় প্রত্যহ তিনটি প্রাণীহত্যা করা হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে এই রীতি বন্ধ করা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। পঞ্চম স্তম্ভানুশাসনে তিনি বেশ কিছু প্রাণীর নামোল্লেখ করেছেন, যেগুলির হত্যা তিনি রাজ্যাভিষেকের 26 বছরের মধ্যে নিষিদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি তিনি শিকারকার্য বা মৃগয়াকেও রাজকীয় কর্মসূচী থেকে বাদ দেন।

অশোক বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সংঘ থেকে বহিষ্কারের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা থেকে মনে হতে পারে তিনি অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। কিন্তু ভারতীয় রাজারা প্রজাদের নিজ নিজ ধর্মাচরণে বাধাদান করতেন না। তাঁরা ভিন্ন ধর্মের দেবদেবীর মন্দির, স্তূপ নির্মাণ ও বিভিন্ন দানকার্য করতেন। অশোকও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। সপ্তম স্তম্ভানুশাসন থেকে জানা যায়, তিনি *ধম্মমহামাত্ত*-দের *ব্রাহ্মণ*, *আজীবিক* ও *নিগ্রন্থ*দের দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। অথচ *নিগ্রন্থ*রা ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী, *আজীবিক*রা ছিল বিশেষ করে জৈনদের পরম শত্রু এবং বৌদ্ধরাও তাদের সুনজরে দেখত না। অশোক সপ্তম শিলানুশাসনে বলেছেন, রাজ্যের অভ্যন্তরে সকল ধর্মের মানুষ ধর্মীয় সদ্ভাব বজায় রেখে বসবাস করবে। দ্বাদশ শিলানুশাসনে বলেছেন, তিনি সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সকলকে পূজা করেন। তিনি আশা করেন, সকল ধর্মের যেন সার বৃদ্ধি ঘটে। অকারণে পরধর্মের নিন্দা ও নিজধর্মের প্রশংসা ধর্মশিক্ষার পরিপন্থী এবং যথাযথ কারণেও পরধর্মের নিন্দা ও নিজধর্মের প্রশংসা মার্জিত হওয়া উচিত। যিনি তা মেনে চলবেন, তিনি শুধু নিজ ধর্মের নয়, পরধর্মেরও মঙ্গল

Scanned with CamScanner

সাধন করবেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, দান-ধ্যান বা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তাঁর কাছে মূল্যহীন, মূল্যবান হল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধ্য সার বস্তুর বৃদ্ধি ও প্রসার। ড. *ডি. আর. ভাণ্ডারকর* মনে করেন, দ্বাদশ শিলানুশাসনের সারবস্তু আসলে বৌদ্ধগ্রন্থ *সুত্তনিপাত*'-এর *চূলবিয়ূহ সুত্ত*' এবং *মহাবিয়ূহ সুত্ত*'-র বিকশিত রূপ। বস্তুতপক্ষে তাঁর আদর্শ ছিল সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষা করা ও সকল মতের অস্তিত্ব স্বীকার করা। এর জন্য যে সহিষ্ণুতা ও যুক্তিশীলতার প্রয়োজন তাকেই তিনি অহিংসা বলেছেন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম মাত্র মগধ ও সন্নিহিত স্থানে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু ডি. সি. সরকারের মতে, পূর্ব ভারতের একটি আঞ্চলিক ধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্মকে অশোক পৃথিবীর প্রধান ধর্মমতগুলির একটিতে পরিণত করেন। তাই তিনি ছিলেন *"patron of the Buddha's doctrine"*। পশ্চিম-এশিয় বিভিন্ন ধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকে পণ্ডিতগণ অশোকের ধর্ম প্রচারের ফল বলে মনে করেন। তিনি সিংহল ও সুবর্ণভূমিতেও ধর্ম প্রচারের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। আসলে তিনি যেমন প্রজাবর্গের মধ্যে নৈতিকতার প্রচার করেছিলেন, তেমনি রাজ্যবহির্ভূত মানুষের কল্যাণের জন্যও কর্মসূচী গ্রহণ করছিলেন। ষষ্ঠ স্তম্ভানুশাসনে বলেছেন, তিনি তাঁর প্রজাবর্গ ও জীবজগতের প্রতি ঋণে আবদ্ধ এবং এই ঋণশোধের চেষ্টায় সকলকে এ জগতে ও পরলোকে সুখী করতে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী। জৌগড়ার অনুশাসনে তিনি লিখেছিলেন, *'সব প্রজাই আমার সন্তান"*। চতুর্থ স্তম্ভানুশাসন থেকে জানা যায়, তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিচারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ডি. সি. সরকারের মতে, অশোক মনে করতেন সঠিক ধর্মানুশীলনের মধ্যে দিয়েই পরলোকে শান্তিলাভ ও স্বর্গারোহণ সম্ভব। আর এ ক্ষেত্রে, *"His benevolent activities were counted by Asoka as practices of Dharma"*।

সকল অঞ্চলের প্রজাদের মধ্যে *ধম্ম* প্রচারের উদ্দেশ্যে অশোক ধর্মীয় অনুশাসনগুলিকে বিভিন্ন প্রস্তরখণ্ডে বা স্তম্ভে খোদাই করেন, *ধর্মমহামাত্ত*-দের নিযুক্ত করা হয় এবং বার্ষিক, ত্রিবার্ষিক ও চতুর্বার্ষিক প্রকারে রাজকর্মচারীদের ধর্মপ্রচারের জন্য ভ্রমণের নিয়ম চালু হয়। তিনি নিজেও তীর্থযাত্রা ও ধর্মযাত্রায় অংশ নিতেন, দানকার্য করতেন, ধর্ম সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিলে নিজে বা *রাজুক*গণ দ্রুত সমাধান করতেন। যুদ্ধনীতি ত্যাগ করে প্রতিবেশী রাজ্যসমূহকে তিনি তাঁর সম্পর্কে নির্ভয় হতে বলেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ত্যাগ করলেও তিনি যে সশস্ত্র বলপ্রয়োগ ত্যাগ করে নিজেও দুর্বল এক শাসকে পরিণত হয়েছিলেন, তা নয়। তিনি সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়েছিলেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। চতুর্থ স্তম্ভানুশাসন থেক জানা যায়, তিনি প্রাণদণ্ড রদ করেননি, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তকে আরও কিছুদিন বাঁচার সুযোগ দিতেন। অবাধ্য ও দুর্নীতিপরায়ণদের সশস্ত্র বলপ্রয়োগে দমন এবং প্রয়োজনভিত্তিক বিনাশসাধন তাঁর শাসননীতিতে দেখা যেত। অনুমান করা চলে, স্বীয় অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর তাঁর অবাধ ও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ছিল। প্রজাবর্গের প্রতি রাজা বা রাজপুরুষগণের যে মনোভাব ও কর্তব্যের কথা অশোক বলেছিলেন, আসলে তা ছিল ভারতীয় রাজধর্মের সনাতন আদর্শ। অশোকের অভিনবত্ব এখানেই যে, এই আদর্শ এত আন্তরিকতা, সমগ্রতা ও উদ্যমের সঙ্গে পালনের প্রচেষ্টা পূর্বে ও পরে পৃথিবীতে অল্প রাজাই করেছেন।

অশোকের *ধম্ম*-কে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা যায় কি না, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। প্রধানত ড. *ডি. আর. ভাণ্ডারকর* এই দুটিকে এক করে দেখেছেন। তাঁর প্রধান যুক্তি হল, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তিনি বৌদ্ধতীর্থগুলি পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর আমলেই আনুমানিক 250 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন বসেছিল। এছাড়া অশোকের লেখমালায় উল্লিখিত *ধম্ম* সংক্রান্ত বিষয়গুলির সঙ্গে অন্যতম বৌদ্ধগ্রন্থ *ধম্মপদ*' এবং *দীঘনিকায়*'-র অন্তর্ভুক্ত *লক্ষণ-সুত্তন্ত*'-তে উল্লিখিত ধর্মীয় নীতিগুলির সাযুজ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সকলের জন্য তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন কিছু বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক। আসলে ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রচলিত বিভিন্ন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভগবান বুদ্ধ যে প্রচার চালিয়েছিলেন, অশোক তাকেই রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বাস্তবায়ণের এক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান।

কিন্তু অশোক যে ধর্মচিন্তাকে প্রকাশিত করেছিলেন, তার সাথে প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত ধর্মীয় চিন্তা বা মতবাদের বিশেষ অনুরূপতা বা সামঞ্জস্য দেখা যায় না। যদিও অশোকের ধর্মের সঙ্গে *ধম্মপদ*' বা *ধর্মপদীয়*' বৌদ্ধধর্মের কিছু মিল পাওয়া যায়। কোনও কোনও পণ্ডিত *ধম্মপদ*-কে বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনীয় রূপের পূর্ববর্তী মতবাদ বলে মনে করেন। কিন্তু যদি *ধম্মপদ* প্রাক-বৌদ্ধধর্মের মতবাদকে সূচিত করে তাহলে বলা যেতে পারে, অশোকের *ধম্ম* আরও পূর্বেকার ধর্মীয় চিন্তাকে প্রতিফলিত করে। তাই *ডি. সি. সরকার* মনে করেন, অশোকের *ধম্ম* এবং বুদ্ধের ধর্মোপদেশের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য বর্তমান থাকলেও এ কথাও ঠিক, এটাই অশোকের *ধম্ম*-র মূল পরিচয় নয়। অশোকের শিক্ষা মূলত নৈতিকতার বাস্তব মোড়কে আবৃত ছিল, কোনও বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ (*অধিবিদ্যামূলক* বা *ব্রহ্মবিদ্যাগত*)-এর উপর ভিত্তি করে তা গড়ে ওঠেনি।

ঐতিহাসিক *রিস ডেভিডস্, জে. এফ. ফ্লিট, রাধাকুমুদ মুখার্জী, ডি. ডি. কোসাম্বী, রোমিলা থাপার* প্রমুখ ভাণ্ডারকরের মতো ঐ

Scanned with CamScanner

একই উপাদানের উপর নির্ভর করলেও অশোকের লেখমালাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। একটি ভাগে আছে সারনাথ, ভাব্রু, লুম্বিনী, যেখানে তিনি যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু তা ব্যক্তি অশোকের ধর্ম, সম্রাট অশোকের *ধম্ম* নয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অপ্রধান শিলালেখ; তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, ত্রয়োদশ প্রভৃতি প্রধান শিলালেখ এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম অনুশাসনগুলিতে অশোক যে *ধম্ম*-র কথা ঘোষণা করেছিলেন, তা কোনও জটিল দার্শনিক তত্ত্ব নয়, কতকগুলি আচরণ, যা সকলেই পালন করতে পারে। এগুলির উপর হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাবধারার প্রাধান্য পাওয়া গেলেও তা নতুন। *রিস ডেভিডস* তাই *ধম্ম*-কে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের পর্যায়েই ফেলতে চাননি। ফ্লিট, আর. কে. মুখার্জী, ডি. সি. সরকার প্রমুখ মনে করেন, অশোকের *ধম্ম* ছিল বিভিন্ন নীতির সমন্বিত রূপ। সেখানে *আর্যসত্য*, *অষ্টাঙ্গিক মার্গ* বা *নির্বাণ*লাভের মতো বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বগুলি অনুপস্থিত। *কোসাম্বি* বা *রোমিলা থাপারের* মতে, শ্রেণী-সংঘর্ষ এড়াতে ও মৌর্য রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষার তাগিদে অশোক ঐ ধরণের নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেন।

অশোকের ধম্মবিজয় নীতির ফলে কয়েকটি কৌম জনপদ তাঁর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে সর্বত্রই তাঁর উপদেশ পালন করত, এমন ইঙ্গিত মেলে তাঁর ত্রয়োদশ শিলানুশাসনে। অনেকেই অশোকের এই দাবীকে অত্যুক্তি বলে মনে করেন। কিন্তু এও সত্য যে, সুচিন্তা, সুবাক্য, সুভাব ও সুকর্মের একটি কার্যকরী শক্তি যদি প্রতিভাবান ও শক্তিশালী ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয়, তাহলে তার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। অশোক বুঝেছিলেন, যে দেশে অসংখ্য ভিন্ন মান, সামর্থ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন কৌম সমাজ বর্তমান, বলপ্রয়োগের দ্বারা সেগুলিকে জাতীয় রাষ্ট্রের আওতায় আনা অসম্ভব। তাই তিনি ধম্মবিজয়ের নীতি তুলে ধরেছিলেন। এই নীতির মূলে আছে একটি জাতীয় সাম্রাজ্যের ধারণা, যেখানে বাইরের কৌম সমাজগুলি নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে স্বেচ্ছায় যোগদান করবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি চেয়েছিলেন একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে শাসকের ভূমিকা হবে পিতার মতো, যেখানে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা থাকবে এবং তা পরিচালিত হবে কয়েকটি বিশেষ নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে। বস্তুতপক্ষে তিনি একটি সদাচারভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তিনি কল্পনার স্বর্গে বাস করতেন। তাই সম্রাট হিসাবে তাঁর সাফল্য কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner